হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং- ৬৪৩/২০০৬

মোঃ বাদল হোসেন

---- আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

-------প্রতিবাদীপক্ষ।

এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত

--- আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

---রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে।

শুনানী ও রায় প্রদানের তারিখঃ ১৬.০২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ মহানগর অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-২৯১/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আশেক মোমিন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা ডেসকো কর্তৃক সি.আর নং-২৮৪/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২১.০৩.২০০৬ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো।

"অদ্য বাদী আব্দুল্লাহ আল মামুন সহকারী ব্যবস্থাপক উত্তরা বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসকো আসামী মোঃ বাদল হোসেন, পিতা: মৃত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আনোয়ার আলী বাইদা, সাং কাচকুড়া বাজার, থানা: উত্তরা জেলা-ঢাকা কে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান কালে বিদ্যুৎ গ্যাং কর্তৃক হাতেনাতে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালত লিখিত অভিযোগনামাসহ সোপর্দ করেন। দেখলাম। শুনলাম। আসামীকে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের সময় হাতে নাতে ধরা হয়। এমতাবস্থায় আসামী মোঃ বাদল হোসেনের বিরুদ্ধে বিঃ আঃ ৩৯ ধারায় মামালা আমলে নেওয়া হলো। আসামীর জন্য কোন জামিন আবেদন নেই। আসামীকে সি/ডব্লিউ সহ জেল হাজতে প্রেরণের প্রাক্কালে আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। জিজ্ঞাসাবাদে আসামী জানায়, আমি খুবই গরীব। ইলেকট্রিক্যাল কাজ জানি এবং গ্রামে ইলেকট্রিসিয়ানের কাজ করে জীবন চালাই। বিভিন্ন ঘরে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করে কিছু আয় রোজগার করি। এটা অপরাধ জানা ছিল না। অন্য একজন ব্যক্তির ঘরে অর্থের বিনিময়ে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের সময় বিদ্যুতের কর্মীরা আমাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে । তাদের কাছেও আমি দোষ স্বীকার করি। আমার অপরাধ হয়েছে। আমি বিজ্ঞ আদালতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আসামীকে শুনলাম। আসামী স্বেচ্ছায় অবৈধ বিদ্যুতের সংযোগের জন্য দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় আসামী মোঃ বাদল হোসেনকে ১৯১০ সনের বিদ্যুৎ আইনের (ফেব্রুয়ারী ৯, ২০০৬ তারিখে সংশোধিত) ৩৯ ধারার অপরাধে ০১ (এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১০ (দশ) দিন বিনাশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হলো। প্রকাশ্যে আদেশ ঘোষনা করা হলো। *মামলা নথিজাত করুন।* *স্বা/-অস্পষ্ট* *এ,বি,এম জাকির হোসাইন* *স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট,* *ডেসকো।''* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ মহানগর অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-২৯১/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.২০০৬ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো।** *অত্র ফৌজদারী আপীলটি আসামী আপীলকারী মোঃ বাদল*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হোসেন কর্তৃক বিজ্ঞ এম, এম, জনাব এ বিএম জাকির হোসাইন কর্তৃক গত ২১-৩-০৬ তারিখের সি, আর ২৮৪/০৬ মোকদ্দমায় প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছে। *বিজ্ঞ এম, এম, আসামী আপীলকারীকে ১৯১০ সনের বিদ্যুৎ আইনের (ফেব্রুয়ারি ৯, ২০০৬ তারিখে সংশোধিত) ৩৯ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ০১ বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/= টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করেন।* *প্রসিকিউশন পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, ২১-৩-০৬ তারিখ সহ ব্যবস্থাপক ঢাকায় ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড আসামীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ ডেসকো ভ্রাম্যমান আদালতের নিকট আনয়ন করেন।* *২১-৩-০৬ তারিখে ঘটনাস্থল কাচুকুড়ার বাজার ১২.০০ টার সময় আসামরি অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান কালে হাতে নাতে ধৃত হয়।* *আসামী মোঃ বাদল হোসেন ঘটনাস্থলে হাতে নাতে ধৃত হওয়ার পর লিখিত ভাবে স্বীকার করেন। বিজ্ঞ স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (ডেসকো) আসামীর দোষ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উপরোক্ত সাজার আদেশ প্রদান করিয়াছে। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া বিভিন্ন হেতুতে অত্র আপীল দায়ের করিয়াছেন।* *হেতু সমূহ হইল আপীলের হেতুতে আপীলকারী পক্ষে শুধু মাত্র জামিনের বিষয় যুক্তি উপস্থাপন করিয়াছেন। কোন আপীলের হেত উল্লেখ করেন নাই। আপীল শুনানী কালে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলে আসামীকে ধৃত করার সময় কোন যন্ত্রপাতি উদ্ধার করা হয় নাই।* *সাক্ষী সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। উপরোক্ত কারণে আপীল মঞ্জুর ক্রমে তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ রদ রহিতের প্রার্থনা করিয়াছেন।* *বিবেচ্য ও বিষয়:-* *বিজ্ঞ এম,এম (ডেসকো) কর্তৃক প্রদত্ত গত ২১-৩-২০০৬ ইং*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

তারিকের রায় ও দন্ডাদেশ যথার্থ ও আইন সংগত কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:-

নিম্ন আদালতের নথি গৃহীত জবানবন্দী আসামীকে পরীক্ষার অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করিলাম। তাহাদের দেখা যায়, আসামী ঘটনাস্থলে অপরাধ সংঘটনের সময় ধৃত হইয়াছে এবং ঘটনাস্থলে আসামী নিজে অপকর্মের কথা স্বীকার করিয়াছে। বিজ্ঞ এমএম, ডেসকো ম্যাজিস্ট্রেট যথার্থ ও আইন সংগত ভাবে সাজার আদেশ প্রদান করিয়াছেন যহা হস্তক্ষেপ যোগ্য নয়।

অতএব,

আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমাটি আপীলকারী পক্ষের শুনানী অন্তে নামঞ্জুর করা হইল।

বিজ্ঞ এম, এম, (ডেসকো) কর্তৃক প্রদত্ত গত ২১-৩-২০০৬ ইং তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ বহাল ও বলবৎ রাখা হইল।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ এলসিআর সত্বর নিম্ন আদালতে প্রেরণ করা হউক।

আমা কর্তৃক নির্দেশিত ও শুদ্ধকৃত

স্বা/- অস্পষ্ট
১৭.০৫.২০০৩
মহানগর অতিঃ দায়রা জজ,২য়
আদালত, ঢাকা।

স্বা/- অস্পষ্ট
১৭.০৫.২০০৩
মহানগর অতিঃ দায়রা
জজ,২য় আদালত, ঢাকা।

গুরুত্বপূর্ন বিধায় ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড এর পক্ষে সহ-ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিজ্ঞ স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো), ঢাকা বরাবর দাখিলকৃত অভিযোগনামা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

অভিযোগ নামা

সি/আর ২৮৪/০৬

বরাবর,
স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো),
ঢাকা।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাদী	***বিবাদী***	***স্বাক্ষী***
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোঃ লিঃ *পক্ষেঃ-* *নামঃ- আবদুল্লা আল মামুন* *পদবীঃ- সহ-ব্যবস্থাপক* *বিভাগঃ-উত্তরা বিওবি* *ঘটনার স্থানঃ-কাচকুড়া বাজার* *ঘটনার তারিখ: ২১/০৩/০৬* *ঘটনার সময়: ১২.০০*	*আসামীর পূর্ণ নাম ঠিকানাঃ-* *১। মোঃ বাদল হোসেন* *পিতা মৃত আনোয়ার আলী বাইদা* *সাং কাঁচকুড়া বাজার* *থানা- উত্তরা* *জেলা- ঢাকা।*	*১। মোঃ মোশাররফ হোসেন, সুপার ড্রাইভার (জি/আর.সি.)* *২। মো: ফিরোজ শাহ আলম* *লাইন ম্যান* *উত্তরা বিওবি, ডেসকো*

১৯১০ সনের বিদ্যুৎ আইনের ৩৯ ধারা মোতাবেক

নিবেদন এই যে, উপরোক্ত আসামী দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন স্থাপনায় ডেসকো কর্তৃপক্ষের অগোচরে/অননুমোদিতভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করিয়া বিদ্যুৎ চুরি/বিদ্যুৎ আইন ভংগ করিয়া বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

ডেসকো কর্তৃপক্ষ/কর্মকর্তা ঘটনার তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে উক্ত চুরি/অপরাধ প্রকাশ পায়। আসামী উক্তরূপ অবৈধ ভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া ডেসকোর আনুমানিক ৫০,০০০/-টাকা আর্থিক ক্ষতি করিয়াছে।

অতএব, প্রার্থনা আসামীর বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ আইনের উপরোল্লিখিত ধারায় অপরাধের বিচারের জন্য অত্র আদালতে এই অভিযোগ করিতেছি। স্বাক্ষীগণ আদালতে ঘটনা প্রমাণ করিবেন।

<u>অতিরিক্ত অভিযোগ (যদি থাকে)</u>
আসামী বিভিন্ন গ্রাহক/ব্যক্তির স্থাপনায় দীর্ঘদিন যাবত অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করে ডেসকোর সার্বিক ক্ষতি করে আসছেন। ঘটনার দিন অবৈধ সংযোগ প্রদান কালে গ্যাং কর্তৃক হাতে নাতে আটক করা হয়।

স্বাঃ- অস্পষ্ট
২১.০৩.০৬
সহ-ব্যবস্থাপক

উপরিল্লিখিত অভিযোগনামার বাদী ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড এর পক্ষে সহ-ব্যবস্থাপক আবদুল্লাহ আল মামুন এবং সাক্ষী মোঃ মোশারফ হোসেন ও মোঃ ফিরোজ শাহ আলম আদালতে এসে অভিযোগ প্রমাণ করেন নাই। প্রসিকিউশন পক্ষের বক্তব্য হলো যেহেতু আসামী মোঃ বাদল হোসেন লিখিত ভাবে দোষ স্বীকার করেছেন সেহেতু অভিযোগ প্রমাণের প্রয়োজন নাই। সেক্ষেত্রে দেখতে হবে আইনের বিধিবিধান অনুসরন করে আসামী দোষী স্বীকার করেছেন কিনা?

গুরুত্বপূর্ন বিধায় আসামী মোঃ বাদল হোসেন কর্তৃক দোষ স্বীকার করে লিখিত পত্র নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

আমি মোঃ বাদল হোসেন, পিতা-মৃত- আনোয়ার আলী বাইদা, সাং- কাঁচকুড়া বাজার, পোঃ কাঁচকুড়া, থানা- উত্তরা, জেলা- ঢাকা। আমার বয়স-২৫ বছর। আমি এই মর্মে স্বীকার করিতেছি যে, বিগত পাঁচ বৎসর যাবত বিভিন্ন গ্রাহকের বাড়ীতে বা স্থাপনায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগসহ বিদ্যুৎতের কাজ করিয়া

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

জীবিকা নির্বাহ করি। আমি অত্যন্ত গরীব মানুষ অদ্য-২১/০৩/২০০৬ ইং তারিখে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান কালে ডেসকো কর্তৃপক্ষ আমাকে হাতে নাতে আটক করিয়াছে। উপরোক্ত কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

দেখিলাম
স্বা/- অস্পষ্ট
২১.০৩.০৬
এ বি এম জাকির হোসাইন
স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট
(ডেসকো)
বনানী, ঢাকা।

স্বা/- অস্পষ্ট
২১.০৩.২০০৬ইং

আসামীকে বিদ্যুতের কর্মীরা হাতেনাতে আটক করে। বিদ্যুতের উক্ত কর্মীদের নাম নথীতে নেই। অর্থাৎ যারা হাতেনাতে ধরল তারা কেহ আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসে নাই।

আসামীর উপরিল্লিখিত লিখিত দোষ স্বীকার পত্র পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, আসামীকে দিয়ে বাদী দোষ স্বীকার পত্রটি লিখি নিয়েছিলেন এবং বিজ্ঞ স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট (ডেসকো) বনানী, ঢাকা উক্ত দোষ স্বীকার পত্রে "দেখলাম" উল্লেখ করে স্বাক্ষর করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৪, ২৪৩ এবং ৩৬৪ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো ঃ

Power to record statements and confessions

164.(1)[Any Metropolitan Magistrate, any Magistrate of the first class] and any Magistrate of the second class specially empowered in this behalf by the Government may, if he is not a police-officer record any statement or confession made to him in the course of an investigation under this Chapter or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial.

(2) Such statements shall be recorded in such of the manners hereinafter prescribed for recording evidence as is, in his opinion best fitted for the circumstances of the case. Such confessions shall be recorded and signed in the manner provided in section 364, and such statements or confessions shall then be forwarded to the Magistrate by whom the case is to be inquired

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		into or tried. *(3) A Magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that if he does so it may be used as evidence against him and no Magistrate shall record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it was made voluntarily; and, when he records any confession, he shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect:-* *"I have explained to (name) that he is not bound to make a confession and that, if he does so, any confession he may make may be used as evidence against him and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing, and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by him.* ***(Signed) A.B.*** ***Magistrate."*** *Explanation-It is not necessary that the Magistrate receiving and recording a confession or statement should be a Magistrate having jurisdiction in the case.* ***Conviction on admission of truth of accusation*** *243. If the accused admits that he has committed the offence [with which he is charged], his admission shall be recorded as nearly as possible in the words used by him; and, if he shows no sufficient cause why he should not be convicted, the Magistrate may convict him accordingly.* ***Examination of accused how recorded*** *364.(1) Whenever the accused is examined by any Magistrate, or by any Court other than High Court Division the whole of such examination, including every question put to him and every answer given by him, shall be recorded in full, in the language in which*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

he is examined, or, if that is not practicable, in the language of the Court or in English: and such record shall be shown or read to him, or, if he does not understand the language in which it is written, shall be interpreted to him in a language which he understands, and he shall be at liberty to explain or add to his answers.

(2) When the whole is made conformable to what he declares is the truth, the record shall be signed by the accused and the Magistrate or Judge of such Court, and such Magistrate or Judge shall certify under his own hand that the examination was taken in his presence and hearing and that the record contains a full and true account of the statement made by the accused.

(3) In cases in which the examination of the accused is not recorded by the Magistrate or Judge himself, he shall be bound, as the examination proceeds, to make a memorandum thereof in the language of the Court, or in English, if he is sufficiently acquainted with the latter language; and such memorandum shall be written and signed by the Magistrate or Judge with his own hand, and shall be annexed to the record. If the Magistrate or Judge is unable to make a memorandum as above required, he shall record the reason of such inability.

(4) Nothing in this section shall be deemed to apply to the examination of an accused person under section 263.

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় Criminal Rules and Orders (Practice and Procedure of Subordinate Courts), 2009 এর Rule 78 এবং Rule 79 নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

Rule 78. *(1) Whenever any confession is recorded by a Magistrate, It should be in Form No. (M) 45 done with due care and deliberation, the matter being viewed not as a distasteful and minor appendage*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		or addition to the normal functions of a Magistrate, but as one which is of consequence to the confessing accused, his co-accused and the courts responsible for the administration of criminal justice. *(2) The provisions of sections 24 of 28 of the Evidence Act, 1872, and of sections 164 and 364 of the Code should be carefully studied and every endeavour should be made not to record a confession perfunctorily and hastily.* *Note. In this respect see the decision in the case of the State Vs. Lalu Meah reported in 39 DLR (AD) 117.* ***Rule 79.** (1) Confessions are to be recorded during the court hours in the Magistrate's Court or other room in a building ordinarily used as a Court house unless, the Magistrate, for reasons to be recorded by him in writing, certifies that compliance with these conditions is impracticable or that he is satisfied that the ends of justice would be liable to be defeated thereby.* *(2) If the confession is recorded in a room which is ordinarily open to the public, the Magistrate may, if he thinks fit, order that the public generally or any particular person shall not have access to, or remain in the room, used for the purpose.* *Note. The recording of a confession in a Magistrate's residence or at any place other than the Magistrate's Court shall be exception and not the rule and on weekly or gazetted holidays, when it is necessary to record a confession, the Magistrate shall proceed to his Court for the purpose after making all arrangements for the production of the accused before him in that Court.* *(3) When the accused is produced, the Magistrate should ascertain when and where the alleged offence was committed and by questioning the accused, should further ascertain when and where the accused was first placed under Police observation,*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		control or arrest. *(4) Magistrates shall not, except under the circumstances which render delay impossible, record the confession of an accused person immediately the police brings him into Court and the accused shall be given sufficient time for reflection during which period he shall not be in contact with any police personnel and shall not be permitted to hold conversation with any person.* *(5) During examination of the accused and recording of his statement, no co-accused and police personnel shall remain present.* *(6) The Magistrate should give the explanations required by sections 164 and 364 of the Code and other explanations in writing in a very careful manner, so as to ensure that they are fully understood.* *(7) (a) The Magistrate should not proceed to record the statement of the accused unless and until he has reason, upon questioning him and observing his demeanour, to believe that the accused is ready to make a statement voluntarily.* *(b) If any complaint of ill-treatment by the Police is made, the Magistrate should take cognizance of the same and any indication of the use of improper or undue pressure should be investigated at once.* *(c) The questioning of an accused person in order to discover if the making of a confession is voluntary should not be taken as a mere formality and the Magistrate should apply his mind judicially and endeavour to base his finding upon definite remises and grounds.* *(8) While carefully avoiding anything in the nature of cross-examination, the Magistrate should endeavour to record the statement of an accused person in the fullest detail, and as far as possible, in the language of the accused; and properly put such questions, not being leading questions, as may be necessary to enable the accused to state all that he*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

desires to state and to enable the Magistrate clearly to understand the meaning of his statement.

Note. A statement of a witness, if necessary, to be recorded under section 164 of the Code of Criminal procedure, 1898, the Magistrate should record it in the manner prescribed for recording evidence of a witness.

আসামী কর্তৃক দোষ স্বীকার সঠিক এবং আইনানুগভাবে কিভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে এটি প্রত্যেক বিচারকের পরিপূর্ণভাবে জানা ও বুঝা একান্ত আবশ্যক। কারন উক্ত দোষ স্বীকারের ভিত্তিতে সাক্ষ্য গ্রহন ব্যাতিরেকে তাকে সাজা প্রদান করা হয়।

ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৪, ২৪৩ এবং ৩৬৪ সংগে Criminal Rules and Orders (Practice and Procedure of Subordinate Courts), 2009 এর Rule 78 এবং 79 পরিপূর্ণভাবে অনুসরন করে দোষী স্বীকার লিপিবদ্ধ করতে হবে।

বর্তমান মোকদ্দমার বিজ্ঞ বিচারিক আদালত ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪, ২৪৩ এবং ৩৬৪ ধারায় বর্নিত বিধিবিধান এবং Criminal Rules and Orders (Practice and Procedure of Subordinate Courts), 2009 এর Rule 78 ও 79 ভঙ্গ করে অত্র আসামীর দোষ স্বীকার গ্রহণ এবং তার উপর ভিত্তি করে সাজা প্রদান করা হয়েছে প্রতীয়মান। আইনের বিধিবিধান ভংগ করে তথা বেআইনী ভাবে গৃহীত স্বীকারোক্তি গ্রহনের মাধ্যমে আসামীকে অন্যায় ভাবে দোষী সাব্যস্থ করে তর্কিত সাজা প্রদান করা হয়। উভয় আদালতের রায় হস্তক্ষেপ যোগ্য। অত্র রিভিশনটি মঞ্জুর যোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চুড়ান্ত করা হলো।

বিজ্ঞ স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা ডেসকো কর্তৃক সি.আর নং-২৮৪/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২১.০৩.২০০৬ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এবং বিজ্ঞ মহানগর অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-২৯১/২০০৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

অত্র মামলার আসামী দরখাস্তকারী মোঃ বাদল হোসেন, পিতা: মৃত আনোয়ার আলী বাইদা, গ্রাম: কাচকুড়া বাজার, থানা-উত্তরা, জেলা: ঢাকাকে ১৯৯০ সনের বিদ্যুৎ আইনের (ফেব্রুয়ারী ৯, ২০০৬ তারিখে সংশোধিত) ৩৯ ধারার অপরাধের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রদান করা হলো। দরখাস্তকারী এবং তার জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো। **অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি করতে যেয়ে অত্র আদালতের নিকট এটি প্রতীয়মান যে, ১৯১০ সনের বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ সালে সামান্যই পরিবর্তন করে বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়। কিন্তু এটি আধুনিক এবং যুগপোযোগী নয়। অপরদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আধুনিক ও যুগপোযোগী বিদ্যুৎ আইন, ২০২৩ প্রনয়ন করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য ভারতের বিদ্যুৎ আইন, ২০২৩ এর আদলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ সংশোধন করা অতীব জরুরী।** **<u>পরামর্শঃ</u>** **ভারতের বিদ্যুৎ আইন, ২০২৩ এর আদলে আমাদের বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮-কে প্রয়োজনীয় সংযোজন, সংশোধন করে আধুনিক ও যুগপোযোগী বিদ্যুৎ আইন দ্রুত প্রণয়নের জন্য মহান জাতীয় সংসদকে পরামর্শ প্রদান করা হলো।** **অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি মহান জাতীয় সংসদের প্রত্যেক সম্মানিত সদস্যকে অবগত করার নিমিত্তে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।** **অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।** **অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি অধস্তন আদালতের সকল বিচারক-ক ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।** **অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সকল বিদ্যুৎ আদালতের সকল বিচারককে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।**

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি Judicial Administration Training Institute (JATI)-তে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।